দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩...

ফেব্রু. 13 2002

হিন্দুরা গো-মাংস খেত

হিন্দু জাতীয়তাবাদী স্কুল পাঠ্যসূচীর প্রতি ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের সমর্থন

এএফপি ঃ ভারতে ক্ষমতাসীন বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার স্কুলে একটি নয়া পাঠ্যক্রম চালু করার পরিকল্পনা করছে। সুপ্রীম কোর্ট সরকারের এ পরিকল্পনার পক্ষে রায় দিয়েছে।

ভারতের বিরোধী দলগুলো নয়া পাঠ্যক্রমের বিরোধিতা করছে এবং বলছে যে, এটি সাম্প্রদায়িক পাঠ্যক্রম। গত বছর সরকার স্কুলের সিলেবাসে পরিবর্তন ঘটানোর প্রস্তাব করে। কিন্তু বিরোধী দল ও কোন কোন

২-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

হিন্দু জাতীয়তাবাদী

৮-এর পৃষ্ঠার পর

শিক্ষাবিদ এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে এবং তারা স্কুলের সিলেবাস পরিবর্তনে সরকারী প্রচেষ্টা বন্ধে আদালতে আপীল করে। কিন্তু আদালত এ আপীলের বিপক্ষে রায় দেয়। ভারতের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় গো-মাংস ভক্ষণ, বর্ণ বৈষম্য ও হিন্দু দেবতা সংক্রান্ত অধ্যায়গুলো বাদ দেয়ার জন্য স্কুলগুলোকে নির্দেশ দেয়। মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন বিজেপির সাবেক সভাপতি মোরলি মনোহর যোশি।

শিক্ষাবিদরা অভিযোগ করেছিলেন যে, [illegible] সরকারের [illegible] প্রসার ঘটানোই হচ্ছে পাঠ্য তালিকা পরিবর্তনের লক্ষ্য। কিন্তু আদালত এ অভিযোগ নাকচ করে দেয়। আপীলকারীরা বলেছিলেন যে, স্কুলের সিলেবাস থেকে ভারতের ইতিহাস বিষয়ক অধ্যায় বাদ দেয়া হয়েছে।

সরকার যেসব প্যাসেজ বাদ দিতে চেয়েছে তার মধ্যে একটি প্যাসেজে ভগবান রাম ও কৃষ্ণের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা হয়েছে। এ প্যাসেজে বলা হয় যে, ভগবান রাম ও শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্বের পক্ষে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ নেই।

স্কুল সিলেবাসের আরেকটি অধ্যায়ে বলা হয় যে, প্রাচীন ভারতে বিশেষ অতিথিদের সম্মানে গো-মাংস পরিবেশন করা হত এবং পরবর্তী শতাব্দীগুলোয় উচ্চ বর্ণের হিন্দু পুরোহিতদের জন্য গো-মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ করা হয়। এতে আরো বলা হয়, আড়াই হাজার বছর আগে ভারতে গরু প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। কারণ ধর্মীয় উৎসবে হিন্দুরা গরু বলি দিত।

হিন্দুধর্মে গরুকে অত্যন্ত পবিত্র বিবেচনা করা হয়। এজন্য গো-মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ভারতের কয়েকটি রাজ্যে গো-হত্যা নিষিদ্ধ। ভারতের স্কুলগুলোতে এ যাবত পাঠ্য বইগুলোতে স্বীকার করা হয়েছে যে, ভগবান রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব নন এবং প্রাচীনকালে হিন্দুরা গো-মাংস ভক্ষণ করতো। কিন্তু ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার তাদের ধর্মের ও সামাজিক আচার-আচরণের অন্তঃসারশূন্যতা প্রকাশ করতে চায় [illegible]। শিক্ষার্থীরা যতই একথা জানবে যে, রাম বলতে আদৌ কেউ ছিলেন না তাহলে বাবরী মসজিদের ধ্বংসস্থলে রাম মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা ততই নেতিয়ে পড়বে।